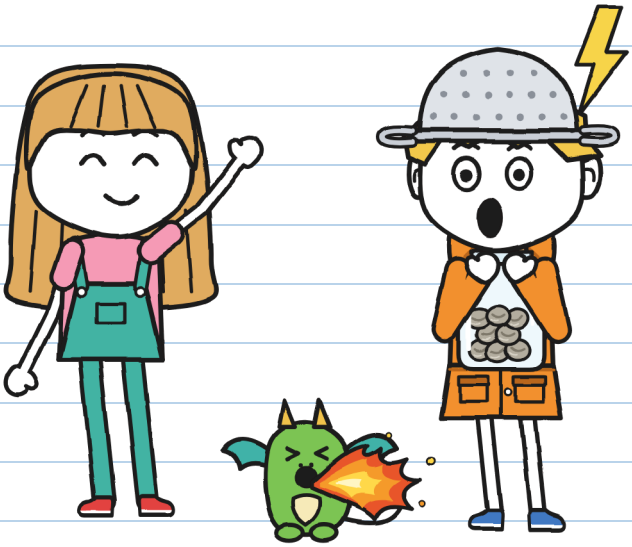
অসম্ভব ডেলিভারি · ২

মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

Lui Eriksson



(গুনির খাতা)

সাইজ M
মাঝারি স্তর · ৯+

অসম্ভব ডেলিভারি · ২
মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না

লেখা ও ছবি: Lui Eriksson

সাইজ M · মাঝারি স্তর · ৯+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ Lui Eriksson · info@linguaula.com

ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের দ্বিতীয় বই। প্রথমটা: "এই পার্সেলটা কামড়ায়"।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এই বই লেখার সময় একটা মেঘের ডাকও চোট পায়নি। -হু.



আর কারও নয়। -হু.

যদি এটা তোমার হাতে পড়ে, মেঘ ডাকার আগে খুলো না।

শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায়, যা শুধু গল্পে ঘটে: তুমি এটা কোরো না। কয়েক পাতা জুড়ে থাকলে লেখা থাকে "এখান থেকে" আর "এখান পর্যন্ত"। সত্যিকারের ঝড়ে ৭৬ নম্বর পাতা দেখো। -হু.

কে কে



গুনি। শনিবারের ডেলিভারি-বয়। ঝড়-শিকারি (মোটামুটি)। এই খাতাটা ওর।



তুলিতা। বিদ্যুৎ-চমক আর মেঘ ডাকার মাঝের সেকেন্ডগুলো গোনে। সবুজ কালিতে লেখে আর "তু." নামে সই করে।



টুকরো। ড্রাগনের ছানা। গুনির সবকিছু নকল করে। সবকিছু।



তোনিও। বিজলির হয়ে সাইকেলে ডেলিভারি দেয়। দশ মিনিটে, নইলে বিনামূল্যে।



ফ্লোরা। ৯, খাল রোডের বাগানি। পাথরে সই করেন না।



ভেরা। ফ্লোরার বাড়ির পাশে ড্রাগনদের বাড়িতে ড্রাগনদের দেখাশোনা করেন। টুকরো ওঁর কাছে থাকে।



মায়া। অসম্ভব ডেলিভারির মালিক। মাথায় জাদুকরীর টুপি। যা বলেন, তার চেয়ে বেশি জানেন।



র.। যে পার্সেল কেউ পৌঁছে দিতে পারে না, সেগুলো পাঠান। কেউ ওঁর নাম বলে না।

ডেলিভারির খাতা ২
গুনির

অফিশিয়াল।

“অফিশিয়াল ”মানে আগে আমি পড়ব। অফিশিয়ালি। -হু.



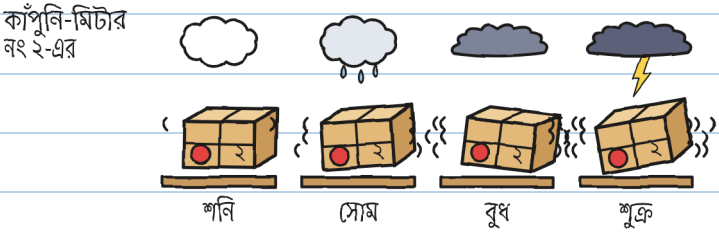
১ নম্বর খাতাটা শেষ: পুরোটা ভরে গেছে। এটা আমাকে দিয়েছেন মারা, দোকানের মালিক, মলাটে ওঁর সিলমোহর সমেত। উনি বলেন, অফিশিয়াল খাতায় আঁকাআঁকি করতে নেই। দেখা যাক।

অধ্যায় ১

ঝড়-শিকারি

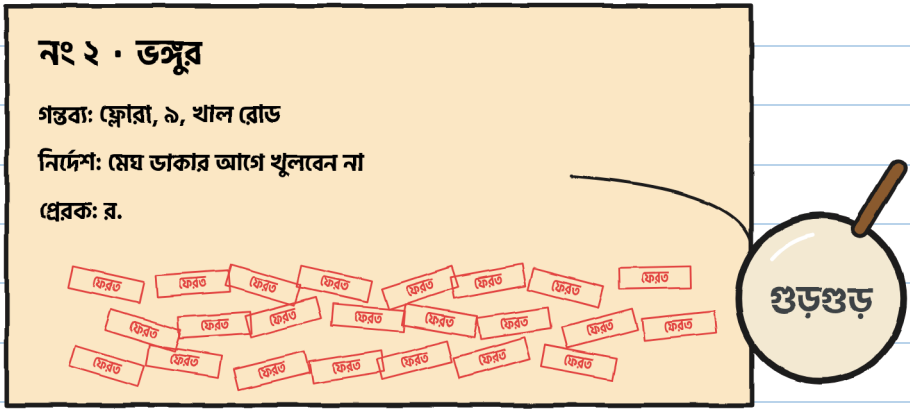
মারার দোকানে একটা পার্সেল কাঁপছে। গত শনিবার থেকে, প্রতিদিন একটু একটু বেশি।
আমি ওটা ছুঁতে যাচ্ছি না।
শেষ যেটা আমি আর হুলিতা পৌঁছে দিয়েছিলাম, সেটা ছিল একটা ডিম। এখন সেটা টুকরো, ড্রাগনের এক ছানা, যে আমার সবকিছু নকল করে।

আমার বাড়ির উল্টোদিকের দোকানে উনিশটা ফেরত পার্সেল এখনও বাকি। যেটা কাঁপছে, তার তাড়া বাকিদের চেয়ে বেশি।



ভয়ে কাঁপছে না: শনিবার বিকেল ছয়টায় ঝড় আসছে। আবহাওয়ার খবরে আমি ছয়বার দেখে নিয়েছি। -হু.

ফেরত পার্সেল যে নেয়, তাকে লেবেলে এমন কালিতে সই করতে হয় যা মোছে না, যেমন হুলিতার সবুজ মার্কারের কালি। নইলে ভোর হলে ওটা উড়ে নিজের তাকে ফিরে যায়। সবগুলো পাঠান একই মানুষ: র.



২ নম্বরে তেইশটা "ফেরত" সিলমোহর ছিল।

তেইশ। আমি দুবার গুনে দেখেছি। -হু.

"তেইশ বার আমি নিজে এটা পৌঁছে দিতে গেছি," মারা বললেন। "আর একবারও ঝড়ের মধ্যে নয়।"

শনিবার দশটায় মারা কাউন্টারে ২ নম্বর পার্সেল নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তোনিও ওখানেই ছিল: প্রতি শনিবার আমরা তিনজন দোকানে শাস্তি ভোগ করি, ১ নম্বরটা অনুমতি ছাড়া পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

"এটা," মারা বললেন, "তোমরাই পৌঁছে দেবে। আজ বিকেলে।"



হুলিতা এমন লাফ দিল যে প্রায় "বাকি ১৯" লেখা সাইনটা ছুঁয়ে ফেলল।

মারা তিনটে শর্ত দিলেন আর আঙুলে গুনলেন:

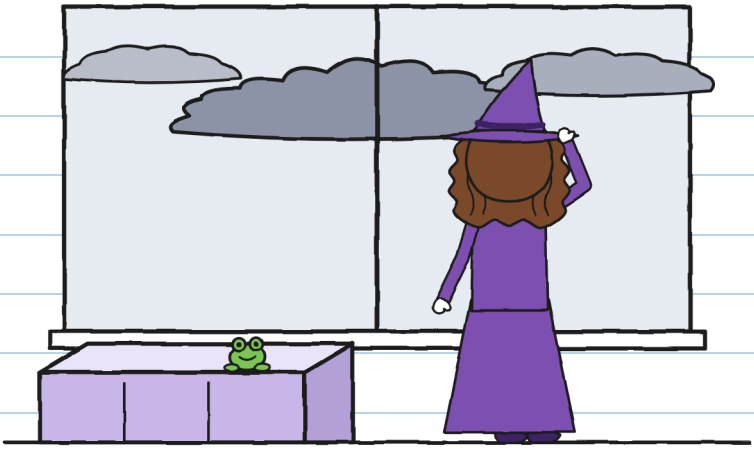
১. ঝড়ের আগে, পাঁচটায় রওনা দেবে, আর ঝড় না থামা পর্যন্ত ফ্লোরার কাছে থাকবে।

২. তোমাদের বাড়ির লোকেরা আর ফ্লোরা জানেন।

৩. নিয়মটা লেবেলেরই: মেঘ ডাকার আগে খোলা যাবে না। আর মাথার ওপরের ডাকই চলবে, দূরেরগুলো নয়।

"আর তুমি যাচ্ছ না?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।

"আমার এখানে কাজ আছে," মারা বললেন, আর জানালা দিয়ে তাকালেন: আকাশ ধূসর হয়ে আসছিল।



কী কাজ? -হু.

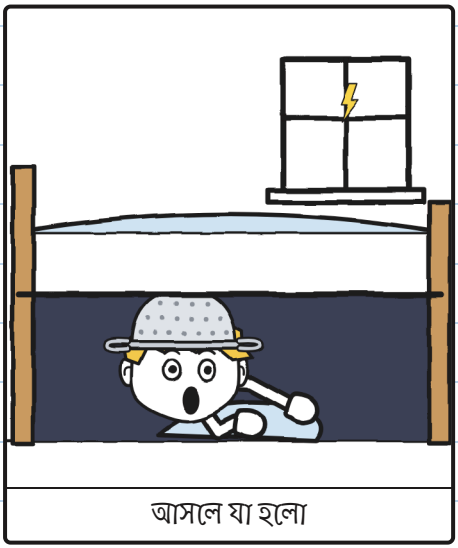
তুলিতা আমার দিকে তাকাল।
"তোমার ঝড় ভালো লাগে?"

আর আমি তা-ই বললাম, যা সবাই বলে ওভাবে তাকালে:

"খুব ভালো লাগে। আমার আগের পাড়ায় আমি প্রফেশনাল ঝড়-শিকারি ছিলাম।"



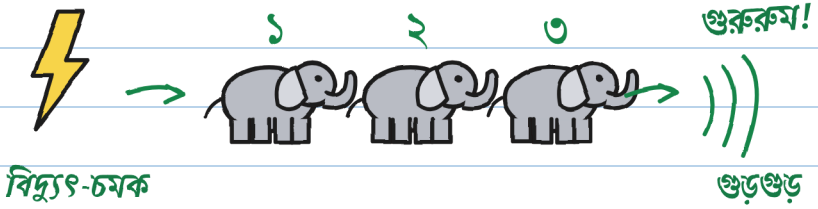
আমি যা বললাম



আসলে যা হলো

খাটের তলার প্রফেশনাল। -হু.

হুলিতা আমার খাতায় আমাকে ঝড় গোনা শেখাল, অনুমতি না নিয়েই, যথারীতি:



এক হাতি, দুই হাতি, তিন হাতি...

১ হাতি = ১ সেকেন্ড

৩ হাতি = ১ কিলোমিটার (মোটামুটি)

০ হাতি = ঠিক মাথার ওপর!

↑ ওটাই লেবেলের মেঘের ডাক।
দূরের ডাক পার্সেল খোলে না।

আরও হাতি: ওই বাজ আরও দূরে পড়েছে।

মেঘের ডাক শুনলে, দূরের হলেও: নিরাপদ জায়গায় চলো!

যা জানা, তাতে কম ভয় লাগে। -হু.

আমার গোনার দরকার ছিল না: ঝড় আমার খুব ভালো লাগে। তবু লিখে রাখলাম, যদি কাজে লাগে।

তোনিও আমার কাঁধের ওপর দিয়ে লেবেলটা পড়ল।
"বিজলি ঝড়ে ডেলিভারি দেয় না।"
সে ব্যাগের ছোট অক্ষরের লেখাটা দেখাল।
"এখনও তো ঝড় নেই," হুলিতা বলল।
তোনিও আবার পড়ল। "এখনও" নিয়ে ওতে কিছুই লেখা ছিল না।

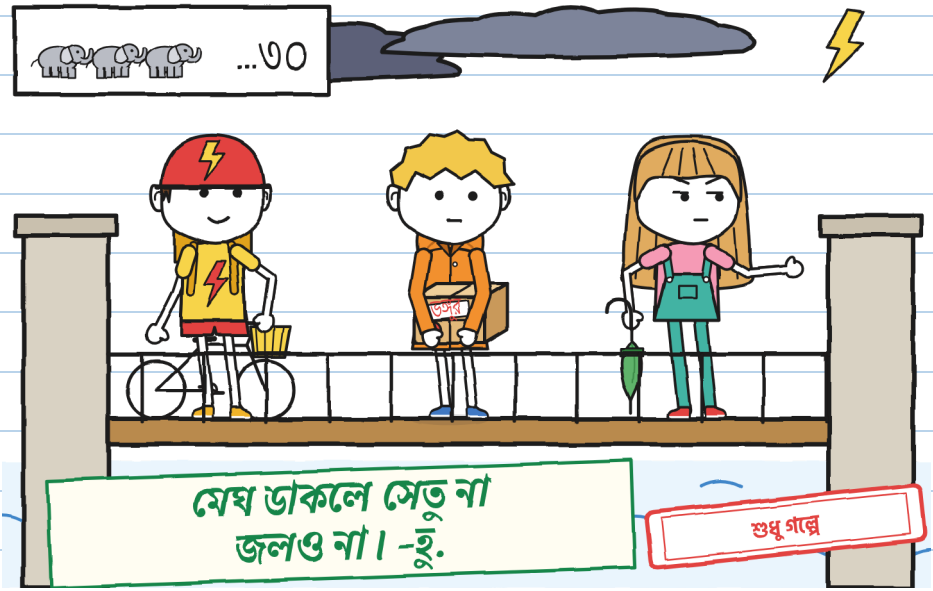


ছোট অক্ষরের লেখাটা বেশিই ছোট ছিল। -হু.

আর সে আমাদের সঙ্গে চলে এল।
পাঁচটায় আমি বাড়ি গেলাম রেনকোট আনতে।
"কমলা রঙেরটা পরো," মা বলল। "যাবেই? মেঘ ডাকলে তো তুমি..."
"টা-টা, মা!"

"মেঘ ডাকলে তো তুমি..." কী? -হু.

আকাশ তখন বেশ কালো, আমরা বড় সেতু পার হলাম। রাতে নৌকা যাওয়ার জন্য ওটা তুলে দেওয়া হয়। মাঝখানে হুলিতা খুব গম্ভীর মুখে জলের দিকে হাত নাড়ল: খালের সঙ্গে ওর বনিবনা নেই।



অনেক দূরে আকাশ জ্বলে উঠল। মেঘ ডাকা পর্যন্ত হুলিতা তিরিশ হাতি গুনল।

গুরুরুম।

"ওই বাজ পর্যন্ত প্রায় দশ কিলোমিটার," সে বলল। "খবর অনুযায়ী ঝড় আসবে ছটা নাগাদ।"

"মেঘ ডেকেছে!" তোনিও বলল। "এবার খোলা হয়?"

"ওটা পার্সেল খোলে না," হুলিতা বলল: "লেবেলের মেঘের ডাক হলো সেটা, যেটা বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে একসঙ্গে বাজে, শূন্য হাতি। কিন্তু ও শোনা যাচ্ছে, তাতেই যথেষ্ট: নিরাপদ জায়গায় চলো!"
আমরা খাল রোড পর্যন্ত দৌড়ে গেলাম। আমি কানে না শোনার ভান করলাম।

"ওটা কি হিক ছিল?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"না," আমি বললাম। "হিক!"



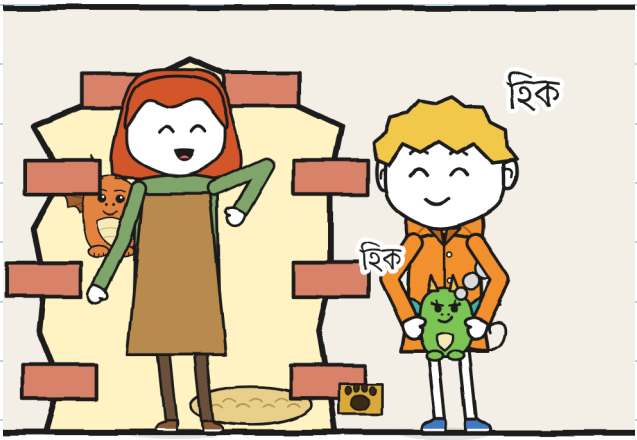
ছোটবেলা থেকেই আমার এটা হয়, কিন্তু শুধু মেঘ ডাকলে: প্রতিটা ডাকে হেঁচকির একটা ঝাঁক, তিন সেকেন্ডে একটা করে। মাথার ওপর ঝড় থাকলে আমি থামি না। এটা ভয় নয়: আমার শরীর আমাকে না জিজ্ঞেস করেই এটা করে।

এটার নাম ভয়। -হু.

ড্রাগনদের যিনি দেখাশোনা করেন, সেই ভেরা আমাদের জন্য ওঁর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ফ্লোরার দরজার গা ঘেঁষে, কোলে টুকরো: প্রতি শনিবার টুকরো আমার সঙ্গে বেড়াতে যায়।

"আজ শুধু ফ্লোরার বাড়ি পর্যন্ত: ওর এটাই প্রথম ঝড়," ভেরা বললেন, আর ওকে আমাকে দিয়ে দিলেন। "ও তোমার সবকিছু নকল করে, তুমি যা অনুভব করো, তা-ও। ও ভয় পেলে ওকে টেনো না: ও আঁকড়ে ধরে। ঝড় থামলে পাঁচিলে তিনবার টোকা দিও, আমি এসে নিয়ে যাব।"

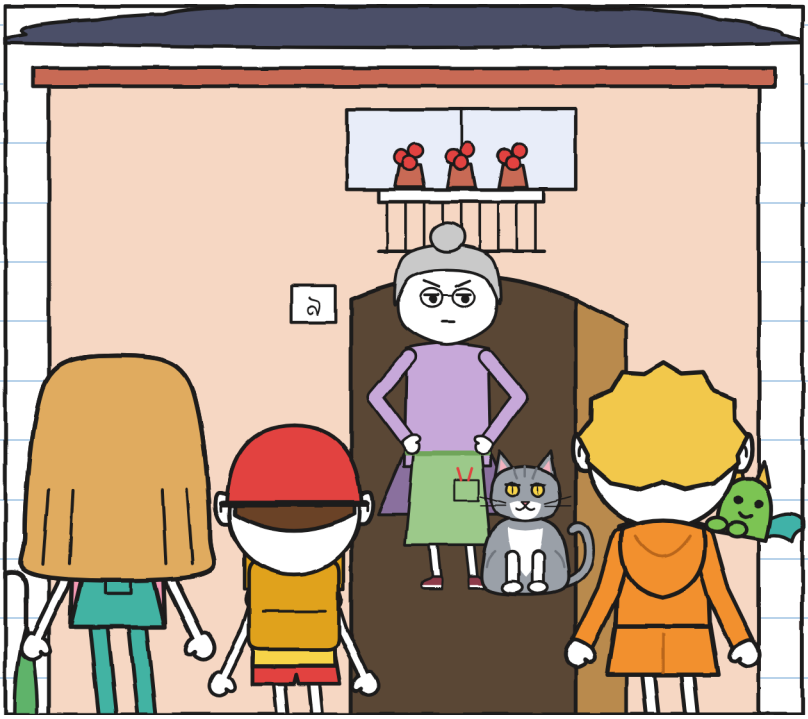
"আমি কিছুই অনুভব করি না," আমি বললাম। "ঝড় আমার খুব ভালো লাগে।"



দূরে মেঘ ডাকল। আমার হিক উঠল। টুকরোরও হিক উঠল আর নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরোল।

"ভেতরে, এক্ষুনি," ভেরা বললেন।

ফ্লোরার বাড়ি হলো জেরানিয়ামওয়ালা বাড়িটা: দুই শনিবার আগে আমরা যখন ড্রাগনদের বাড়ির দরজা খুঁজছিলাম, উনি ওঁর বারান্দা থেকে আমাদের দেখছিলেন। ওই দরজাটা দেখতে দেয়ালের মতো।



ফ্লোরা কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে বাক্স্‌টা, আকাশটা আর টুকরোকে দেখলেন।

"ভেরার ছানা। আমার ফার্নগুলো যেন পুড়িয়ে না দেয়," তিনি বললেন। "ভেতরে এসো, বৃষ্টি আসছে। আর বলে রাখছি: আমি পাথরে সই করি না।"

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1
চুলিতা সাত নম্বর বীজটা ধরছে।

সাইজ XS · A1
মেঝেতে একটা বীজ পড়ে ছিল। চুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ S · A2
আরেকবার বিদ্যুৎ-চমক: মেঝেতে মাত্র একটা বীজ। চুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ M · B1
পরের বিদ্যুৎ-চমকে দেখা গেল, মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর চুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ L · B2
আবার বিদ্যুৎ চমকাতেই দেখা গেল, মেঝেতে মাত্র একটা বীজ পড়ে আছে, আর চুলিতা ওটা ধরে ফেলল। সাত।

সাইজ XL · B2–C1
সচিত্র উপন্যাস · ১৩+
CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যে যার সাইজে। একই ঝড়। –হু.

পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো